দৈনিক ইনকিলাব 072

তারিখ 15 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

মেডিকেলের ওয়েটিং লিস্ট

গত ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬-৮৭ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের আসন সংখ্যা দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজে মোট ১,২০০টি। প্রতি বছর প্রায় ২০০ ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। ফলে, ২০০ আসন শূন্য হয়ে পড়ে। সেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে ওয়েটিং লিস্ট-এ তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পূরণ করা হয়। কিন্তু এবার ওয়েটিং লিস্ট না থাকার কারণে আসন সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে ১,০০০-এ গিয়ে দাঁড়াবে। প্রতি বছর দেশে যে হারে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, সে অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে কলেজ ইউনিভারসিটি নাই। সুতরাং এভাবে যদি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানোর পরিবর্তে কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয় তা হলে ছাত্র সমাজ চরম সংকটের সম্মুখীন হবে। তদুপরি এবার ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভর্তির পর সরকারী চাকরিতে নিয়োগের কোন নিশ্চয়তা নেই। তা হলে আসন সংখ্যা কমানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং আসন সংখ্যা বাড়ালেও সরকারকে চাকরি দিতে হচ্ছে না।

তাই এবারের বাতিলকৃত ওয়েটিং লিস্ট পুনরায় চালু করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোঃ এ, কে, এম, মাহমুদ

উচ্চ মাধ্যমিকে মানোন্নয়ন পরীক্ষা

আমরা ১৯৮৭ ইং সালের উচ্চমাধ্যমিক মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। সম্প্রতি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর যে আদেশ জারি করেছেন তাতে পরীক্ষার মান উন্নয়ন তো দূরের কথা মান নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ১৯৮৬ ইং সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর হঁতে আমরা ঢাকা বোর্ড-এর সাথে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ জানায় যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য, পরীক্ষায় ড্রপ ও মান উন্নয়ন করতে চায় তাদের পরীক্ষা পুরনো পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নেয়া হবে। সে অনুযায়ী আমরা প্রস্তুত হতে ছিলাম। কিন্তু অতি সম্প্রতি বোর্ড হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যারা শুধু মান উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা অকৃতকার্য বা পরীক্ষায় ড্রপ দিয়েছে তারা ইচ্ছা করলে 'অপসন' দিতে পারবে। অর্থাৎ পুরনো অথবা নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারবে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত ছিল আমাদের ও তাদের পাঠ্যসূচীতে কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে হবে। এটা কি আমাদের উপর একটা প্রহসনমূলক সিদ্ধান্ত নয়? এতে কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে মান উন্নয়ন বন্ধ করতে চান এ প্রশ্নটা আমাদের মনে উদয় হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?

আমরা সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার হতে এসেছি। আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ভাল নয়, নতুন বই ক্রয় করা আমাদের পক্ষে একটা বোঝাস্বরূপ। আর হাতে তেমন সময়ও নেই মাত্র তিন মাস। কাজেই এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন পাঠ্যসূচী সম্পন্ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অন্যদিকে আমরা কলেজের নিয়মিত ছাত্র নই যে, শিক্ষকদের নিকট হতে সরাসরি সাহায্য পাব, উপরন্তু আছে নানারূপ প্রতিকূল সমস্যা।

উপরোক্ত অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে যাতে আমরা পরীক্ষায় অংগ্রহণ করে মান উন্নয়ন করতে পারি সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ মিলন